মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি, এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাতে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ২৬ জানুয়ারী, ২০১৪ ইং।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম,

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম.পি;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সহকর্মীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম,

মাননীয় মন্ত্রী,

আপনার শত কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাক্ষাতে সময় দানের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারেও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ হতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও মোকাবিলার লক্ষ্যে সুপারিশমালা তুলে ধরতে চাই। সম্প্রতি বাণিজ্য সংগঠন তথা চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনির্ধিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের ঘোষণা এবং কমিটির সঙ্গে প্রতিমাসে বৈঠক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি এর মাধ্যমে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিকূলতা ও এর উত্তরণের পথ খুজে পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের বেসরকারি খাত বিগত ২ দশকে বিশাল সাফল্য অর্জন করেছে, এর সুচনা হয় আপনার সুদক্ষ গতিশীল নেতৃত্বে ১৯৯৬ সাল থেকে যখন আপনি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী,

আপনার সরকারের গৃহীত প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায় আপনার সরকারের 'ইশতেহার ২০১৪'-এ ঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ হতে উন্নত দেশে পৌঁছার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে বেসরকারী খাতের সার্বিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে হবে কেননা বাজার অর্থনীতিতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অপরিসীম।

বিগত কয়েক মাসের রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি নতুন বছরে অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে পথ চলা শুরু করেছে। বিশেষত মূল্যস্ফীতির চাপ, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং কর্মসংস্থানের নেতিবাচক প্রভাব বর্তমান সরকারের জন্য মূল চ্যালেঞ্জ বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। ইতোমধ্যে, সরবরাহ ব্যবস্থা (Supply Chain) মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়ে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে। এখনো মূল্যস্ফীতির বার্ষিক গড় হার ৭.৭ শতাংশে দাঁড়িয়ে আছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর শনাক্তকরণ (TIN) নম্বরধারীদের আয়কর বিবরণী জমার সময়সীমা বাড়িয়েও কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। এনবিআর-এর সূত্র মতে গত করবর্ষের তুলনায় এ বৎসর প্রায় তিন লাখ রিটার্ণ কম দাখিল হয়েছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী আগামী কাল চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আমাদের ধারণা সমসাময়িক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে তা প্রণীত হবে।

আমরা ব্যবসায়ী সমাজ মনে করি গত কয়েক মাসে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য তথা সার্বিক অর্থনীতিতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে সবার মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনাই সরকারের জন্য মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, উন্নত বিশ্বের বাজারগুলোতে চাহিদা হ্রাসসহ নানামুখী নেতিবাচক পরিস্থিতি মোকাবিলা করেও বিগত ৫ বছরে গড় বার্ষিক রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ শতাংশ। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য রপ্তানি বাণিজ্যেকে গতিশীল ও বহুমুখী করার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত ও সুপারিশমালা সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকে যা মন্ত্রণালয়ের ব্যবসা সংক্রান্ত নীতিমালায় গৃহীত হয়।

মাননীয় মন্ত্রী,

দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই এর পক্ষ হতে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা এবং তার প্রতিকারের জন্য কিছু বিষয় আপনার সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি ঃ

১। বর্তমান পরিস্থিতির বিবেচনায় ব্যবসার আস্থা ফিরিয়ে আনা ঃ

বিনিয়োগ বোর্ডের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৩-র ডিসেম্বরে মোট বিনিয়োগ হয়েছে মাত্র ৪,১৫৭ কোটি টাকা, যার পরিমাণ নভেম্বরে ছিল ৫,৫৮৭ কোটি টাকা এবং সেপ্টেম্বরে ছিল ১৬,৪৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ হিসাব অনুযায়ী তিন মাসের ব্যবধানে ১২,০০০ কোটি টাকা কম বিনিয়োগ হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদান বর্তমানের ২৬.৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩২.৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে যা বাস্তবায়নে দেশের স্থিতিশীলতা একটি অপরিহার্য শর্ত। কেননা বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মনোযোগ কেড়েছিল মিরাকল কান্ট্রি হিসেবে, যে দেশকে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিচারে Next-11 দেশের মধ্যে গন্য করা হচ্ছে সে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের অব্যাহত অগ্রযাত্রা যে কোন মূল্যে আমাদের রক্ষা করতে হবে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বিনিয়োগে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সরকারকে যে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগীতা প্রদানে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

২। রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার সৃষ্টি ঃ

বর্তমানে GDP তে রপ্তানির অবদান প্রায় ২০.২৪ শতাংশ, যা আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ২২ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জিএসপি বাতিল ও রানা প্লাজা বিপর্যয় সত্ত্বেও

রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এখন পর্যন্ত ভালো অবস্থানেই আছে বলা যায়। কিন্তু যদিও এ দুটি ঘটনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ইমেজ সংকটে পড়েছে যার প্রভাবে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি মধ্যমেয়াদে কমে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। রপ্তানি খাতের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে হলে ব্যাংগুলোর সুদের হার কমাতে হবে। বর্তমানে ব্যাংকগুলো গড়ে ১৪-১৫ শতাংশ সুদের হার রাখলেও সব ধরনের চার্জসহ তা ক্ষেত্রবিশেষে ১৯-২০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া বেসরকারি খাতে ঋণ গ্রহণের প্রবৃদ্ধির হার কমে গেছে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বর্তমানে রিজার্ভের পরিমাণ ১৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। ফলে ব্যাংকগুলোর হাতে এখন প্রচুর তরল অর্থ যা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে সুদের হার কমানো সম্ভব। এ ব্যাপারে আপনার নেতৃত্বে এ অর্থ আরো কিভাবে বিনিয়োগ উপযোগী করে ব্যবহার করা যায় তা নিশ্চিত করতে দিক্ নির্দেশনা দিবেন।

চলতি অর্থবছরে (২০১৩-১৪) রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০.৫ বিলিয়ন ডলার। বিগত ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে রপ্তানি খাত হতে আয় হয় যথাক্রমে ২৪ ও ২৭ বিলিয়ন ডলার। বর্তমান সময়ে রপ্তানি খাতে যে আয় হচ্ছে তা কয়েক মাস আগের প্রদত্ত কার্যাদেশের জন্য সম্ভবপর হয়েছে। চলমান সংকটে রপ্তানি খাত যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার প্রভাব যাতে দীর্ঘমেয়াদে না পড়ে সেজন্য নতুন বাজার সৃষ্টি এবং existing বাজারগুলোতে Market share বৃদ্ধিতে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বর্তমানে সরকার নতুন বাজার অনুসন্ধানের জন্য যে প্রণোদনা বৃদ্ধি করছে তা অব্যাহত রাখতে হবে এবং সুষমভাবে সবাইকে প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টিকফা (TICFA) চুক্তি স্বাক্ষর করেছি, সেটিকে কাজে লাগিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আমেরিকার বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারটি আমরা খতিয়ে দেখতে পারি।

৩। Export Development Fund এর পরিমান বৃদ্ধি ঃ

কাঁচামাল আমদানি নির্ভর দেশের রপ্তানি পণ্যের মূল্য প্রতিযোগী অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য Export Development Fund (EDF) এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমান সংকট হতে উত্তরণের জন্য

রপ্তানী খাত যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে সে লক্ষ্যে EDF এর পরিমান আরো বৃদ্ধি করা প্রযোজন বলে আমরা মনে করছি।

৪। বালি প্যাকেজ (Bali Package) ঘোষণা ঃ

সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্য মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাণিজ্য সহজীকরণ চুক্তি, কৃষি সংক্রান্ত বিষয় এবং উন্নয়ন ও স্বল্পোন্নত দেশ সংক্রান্ত "বালি প্যাকেজ" (Bali Package) ঘোষিত হয়। বালি সম্মেলনে যে ঘোষণাটি গৃহীত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মহাপরিচালককে আগামী ১ বছরের মধ্যে একটি বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে, আশা করা যায় এতে বিভিন্ন অঙ্গীকার বাস্তবায়নের একটি স্বচ্ছ রোডম্যাপ থাকবে। এ প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে হলে বাংলাদেশকে একটি বিশদ কর্মসূচি প্রস্তুত করতে হবে। সে ক্ষেত্রে বাণিজ্য সহজীকরণ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কারিগরি ও আর্থিক সহযোগীতার প্রয়োজন তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। সেবার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ খাতে বাংলাদেশ রপ্তানি সক্ষমতা অর্জন করেছে সেগুলো নির্ধারণ করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের নিকট তুলে ধরতে হবে। LDC ভুক্ত দেশগুলোর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'Leader of LDC' হিসেবে বাংলাদেশকে বিশদ কর্মসূচীর ব্যাপারে জোরদার ভূমিকা পালন করতে হবে। বালি প্যাকেজের সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন নির্ভর করবে বাংলাদেশ সরকার ও দেশের বেসরকারি খাতের সমন্বিত পদক্ষেপের ওপর। এলক্ষ্যে, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বালি প্যাকেজের রোডম্যাপ-এর জন্য বিশদ কর্মসূচী প্রণয়নে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের WTO Cell- এর সাথে যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী।

৫। আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা পুনরুদ্ধার ঃ

মার্কিন বাজারে পুনরায় বাণিজ্য সুবিধা ফিরে পাওয়ার অন্যতম শর্ত ছিল ডিসেম্বর, ২০১৩-এর মধ্যে ২০০ জন কারখানা পরিদর্শক নিয়োগ দেয়া যা ইউরোপীয় ইউনিয়নও সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৯ জন পরিদর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং সরকার ২০১৪-এর মার্চ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করার জন্য বলেছে। বাংলাদেশী পণ্যের আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল করা এবং EU বাজারে GSP অব্যাহত রাখা সহ রপ্তানীযোগ্য সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরনের

লক্ষ্যে বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬। Action Plan প্রণয়ন ঃ

সাম্প্রতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্বিক দিক বিবেচনায় ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে আলোচনার মাধ্যমে সরকার স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী একটি Comprehensive Action Plan তৈরী করতে পারে, যাতে ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরে আসে। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আমরা এ ক্ষেত্রে সরকারকে যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিতে চাই।

৭। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা ঃ

সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি Cost of Doing Business এর ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে বিশেষ করে খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৩ তে ৯% দাঁড়িয়েছে, বিগত বৎসরে এ সময়ে যার পরিমান ছিল ৫.২৮% । কৃষি খাতের Supply Chain এর উপর সর্বাধিক impact হয়েছে, অন্যদিকে ব্যবসায় খাতে মন্দা দেখা দেয়ায় কর্মসংস্থান এর উপর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ হতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও অন্যান্য বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবিলম্বে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠান প্রয়োজন যাতে উৎপাদন খরচ হ্রাস করার নির্মিত্তে বাস্তবায়নযোগ্য কিছু পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা যায়।

৮। বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের বর্হিবিশ্বে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ প্রদান ঃ

বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহদানের লক্ষ্যে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। একইভাবে আমরাও আমাদের দক্ষ তরুণ জনশক্তিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় খাত যেমনঃ ফার্মাসিউটিক্যাল, পাট ও পাটজাত পণ্য, প্রক্রিয়াজাত কৃষি ও খাদ্য পণ্যসহ আরো বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য খাত চিহ্নিত করে বিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে

পারি। ইতোমধ্যে শ্রীলংকা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের দেশে ফার্মাসিউটিক্যাল খাতে বাংলাদেশকে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে। বেলারুশও বাংলাদেশকে তাদের দেশে ফার্মাসিউটিক্যালসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে কনস্ট্রাকশন এবং সার্ভিস খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। দেশীয় উদ্যোক্তারা যাতে বর্হিবিশ্বে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারে সেজন্য আমাদের দেশে অবিলম্বে এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এতে আমাদের দেশের জনগোষ্ঠীর দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে এবং দেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে।

৯। ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক স্থাপন ঃ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের সকল ব্যবসায়ী সমাজকে ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিষয়ক সেবা ও তথ্য প্রদানের জন্য "ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক" স্থাপন করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ডিসিসিআই এবং রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই হেল্প ডেস্ক-এর মাধ্যমে আরজেএসসি সংক্রান্ত সেবা যেমন ঃ অনলাইনে কোম্পানির নামের ছাড়পত্র, কোম্পানি নিবন্ধন, রিটার্ন ফাইলিং, অনলাইনে প্রত্যায়িত অনুলিপি প্রভৃতি সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বেসরকারীখাত এ ডেস্ক ব্যবহারের মাধ্যমে কম সময়ে ও স্বল্প খরচে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাচ্ছেন বিধায় এর ভূয়সী প্রশংসা করছে। এ হেল্প ডেস্ক থেকে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারী তাদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি খুঁজে পাবেন। হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে ই-টিন সেবা প্রদানের কার্যক্রম চালুর জন্য ডিসিসিআই এনবিআরের নিকট আবেদন জানিয়েছে। আমরা আশা করি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ডিসিসিআই হেল্প ডেস্ক-এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন।

১০। বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোর কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ ঃ

বাংলাদেশের রপ্তানি লক্ষ্য অর্জন ও ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য নতুন বাজার তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখা বিদেশে অবস্থিত মিশনগুলোর অন্যতম দায়িত্ব। এ বিষয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এ মিশনগুলো আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না, দেশের বেসরকারী খাত এসব মিশনের মাধ্যমে তেমন কোন উপকার পাচ্ছে না। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসসমূহের কর্মাশিয়াল

কাউন্সিলরদের কর্মপরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনি যে উদ্যোগ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তা আমাদের অত্যন্ত আশাবাদী করে তুলেছে। এলক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

১১। গ্যাস ও ইউটিলিটি সংযোগ ঃ

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে তথা শিল্পায়নে নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিল্প কারখানায় গ্যাস, বিদ্যুৎ ও ইউটিলিটি সংযোগ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। দেশে গ্যাসের মজুদ ও চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে আমরা মনে করি, শিল্প কারখানাসমূহের জন্য পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ করা উচিত এবং আবাসিক তথা বাসা-বাড়িতে LPG গ্যাস সিলিন্ডারের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে। এতে দেশে গ্যাসের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমাদের মনে হয়।

আজকের এ সভা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির নব-নির্বাচিত পর্ষদকে সময় দানের জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ হতে যে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগীতর ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মোহাম্মদ শাহজাহান খান
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)

২৬ জানুয়ারী, ২০১৪ ইং